দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

নারী শিক্ষার গুরুত্ব ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট

মাহমুদ জামাল

মানুষের জীবনে শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কারণ বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে না। জন্মগ্রহণের পর দুনিয়া ও আখিরাতি কর্মকাণ্ড কিভাবে আঞ্জাম দিতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যই মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে স্রষ্টার সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্যও রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। কারণ স্রষ্টাকে চিনতে হলে জ্ঞানই হল একমাত্র বাহন। এজন্য কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে- আল্লাহ্তায়ালার বান্দাদের মধ্যে কেবল আলীমগণই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে (৩৫ঃ২৮)। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নারীর জন্য শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এক্ষেত্রে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর কোন পার্থক্য করা হয়নি। এক্ষেত্রে হুজুর (সঃ)-এর পরিষ্কার উচ্চারণ হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্যই জ্ঞান অর্জন ফরজ (ইবনে মাজাহ)। শুধু নরের জ্ঞানের কথা এখানে বলা হয়নি। তার সাথে নারীর শিক্ষা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। কারণ মানুষকে সুন্দর ও সার্থকভাবে বেঁচে থাকার তাকিদে তার শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য দায়িত্ব সকলের সমান। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি নারী যদি সে মুমিন হয় তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করানো হবে আর (পরকালে) এ ধরনের লোকদের আমল অনুযায়ী উত্তম প্রতিফল দান করা হবে (সূরা নফল)। এছাড়া সূরা আল ইমরানের ১৯৫নং আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়কে সমভাবে দায়িত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করে বলা হচ্ছে- আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করিয়া দিব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী তোমরা সকলেই সমজাতের লোক। কাজেই যাহারা একমাত্র আমারই জন্য নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে, আমারই পথে নিজের ঘর-বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে ও নির্যাতিত হইয়াছে এবং আমারই জন্য লড়াই করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে তাহাদের সব অপরাধই আমি ক্ষমা করিয়া দিব। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নাই। তাই শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের শাশ্বত নির্দেশনা ও উৎসাহ দানের বিষয়টি পুরুষের সাথে সাথে সকল নারীর ক্ষেত্রেও যে প্রযোজ্য হবে তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের সমাজে সর্বত্র এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। নারীও যে মানুষ, শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য সকলের মত তাদেরও যে সমান অধিকার রয়েছে নিছক ধর্মীয় গোঁড়ামি বা কুসংস্কারের কারণে অনেকে তা বুঝতে চান না। এজন্যই কবি নজরুলকে নারী অধিকার আদায়ের জন্য জোরালো কণ্ঠে উচ্চারণ করতে শোনা যায়-

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বিদ্যার্জিনসহ সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত নারী সমাজের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কলম ধরেছেন- বিদ্যা যদি মনুষত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভ যদি মানব মাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

নেপলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তিটি কারো অজানা নয়- Give me a leaterat mother I will give you a leaterat nation. মানীষীরা বলেন, সন্তানের জন্মের বিশ বছর পূর্ব হতেই শিক্ষা শুরু করতে হবে। এখানে সন্তানের মাতার শিক্ষা লাভের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামতো বটেই আধুনিক বিশ্ব সমাজও নারীশিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চায়নি। কারণ স্বতঃসিদ্ধ সত্য হ'ল জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অসাধারণ।

নেপলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তিটি কারো অজানা নয়- Give me a leaterat mother I will give you a leaterat nation. মানীষীরা বলেন, সন্তানের জন্মের বিশ বছর পূর্ব হতেই শিক্ষা শুরু করতে হবে। এখানে সন্তানের মাতার শিক্ষা লাভের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামতো বটেই আধুনিক বিশ্ব সমাজও নারীশিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চায়নি। কারণ স্বতঃসিদ্ধ সত্য হ'ল জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অসাধারণ।

আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রের মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে সমস্যার বীজ। শিক্ষক-শিক্ষায়তন-কারিকুলাম-ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল ক্ষেত্রে বিরাজ করছে জটিল ও কঠিন অরাজকতা। এর মধ্যে বিভিন্নমুখী শিক্ষার পরস্পর বিরোধী অবস্থান। এহেন অরাজকতাপূর্ণ বিশ্রী পরিবেশের মধ্যে যেখানে ছেলেদেরই প্রকৃত শিক্ষা লাভের সুযোগ ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে, সেখানে মেয়েদের শিক্ষার পরিবেশেইবা উপযোগী সুযোগের অস্তিত্ব কোথায়?

দেশে আজ নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় চলছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে অনৈতিকতার বিষবাষ্প। এর মূলে যে রয়েছে নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে সন্দেহের অবকাশ কি?

Stauly Hall বলেছিলেন- If you give their the three R, i,e. Reading, writing and Arithmetic and do not give the forth R i,e.Religion. They are sure to become the fifth R i,e. Rarcal অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ, লিখন ও অংক শিখালে এবং ধর্ম না শিখালে তারা দুষ্ট হয়ে পড়বেই। এ যে আমাদের দেশের জন্য কতটা উপযোগী তা কি বলাই বাহুল্য নয়? এদেশে ছেলেদের জন্যে যাওবা দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ রয়েছে মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও সংকীর্ণ। ফলে দ্বীনি শিক্ষা বঞ্চিত নারী সমাজ আজ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলাম থেকে ক্রমে দূরে সরে চলেছে। ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডার বদৌলতে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মেয়েরা ইসলামের মত প্রগতিশীল ধর্মকে কুসংস্কার জ্ঞান করতে দ্বিধা করছেন না। মূলতঃ ইসলাম সম্পর্কে ধারণার অভাবই তাঁদের ক্রমে ধর্ম বিরোধী অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাঁরা যে ইসলামের কথা শুনতেই চান না তাই শুধু নয়, ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে তাঁরা ইউরোপীয় তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষা লাভে অধিক আগ্রহী। ইউরোপীয়-আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা ও অকার্যকরতার বিষয়টি তাঁরা ভাবনায় আনতে নারাজ। অথচ তাঁরা যাঁদের আদর্শ জ্ঞান করেন সেই খোদ ইউরোপ-আমেরিকার মনীষীরা সেখানকার নারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কি ধারণা করেন? বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক সোল সাইমান রিভিউ অব রিভিউজ-এ লেখেন- ১৮৪৮ সনে সবার কাছে এ অভিযোগ শোনা যেত যে, নারীদের শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আজ দেখছি তার উল্টো অভিযোগ শুরু হয়েছে। আজ আবার বলা হচ্ছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা সীমা লঙ্ঘন করছে। হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের অবস্থাটা নয়, বরং পুরুষ হবার জন্যই নারীকে প্ররোচনা যোগায় তা এই বিজ্ঞ দার্শনিকের মন্তব্যেই ফুটে ওঠে। তিনি চিৎকার করে বলতে চান, নারীর নারী থাকাই অপরিহার্য। এছাড়া বৃটিশ দার্শনিক স্যামুয়েল স্মাইলাস, এমনকি নারী আসক্ত লর্ড বায়রন পর্যন্ত নারী শিক্ষার সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন- নারীদের লাইব্রেরীতে তৌরাত আর পাক প্রণালী ছাড়া অন্য কিছু থাকা উচিত নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের প্রচন্ড প্রতাপের সাথে বিচরণের কারণে শুধু দেহ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে তাদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে তাঁদের। অপরদিকে ধর্ম আর পাক-প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নারীর শিক্ষার প্রয়োজন নেই- এ দুটো মতের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কোন কারণ নেই। বরং এর পাশাপাশি ইসলামের মতই অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম যেমন নারীকে দিয়েছে মানুষের মর্যাদা এবং সে কারণেই পুরুষের পাশাপাশি দৈহিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সে সকল কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবে তেমন এর সাথে তার মূল দায়িত্ব সন্তান লালন-পালন ও গৃহস্থালী কর্মকান্ডে তার দায়িত্বই হবে অধিক। আর এ দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় যে জ্ঞান সেটি তার অর্জন করা চাই। নারী শিক্ষার সীমা ও পরিসীমা সেভাবেই নির্ধারিত হবে।

এখন দেখা যাক, আমাদের দেশের নারী শিক্ষার হাল-হকিকতটা কেমন! এক হিসাব মতে, এখানকার নারী শিক্ষার হার ১৯.২%। পুরুষের (৩০.২%) পাশাপাশি নারী শিক্ষার হার যে বাড়ছে না এমন কথা বলা যাবে না। তবে ঈপ্সিত লক্ষ্যের তুলনায় তা যথেষ্ট নয় এটা ঠিক। এর মূলে রয়েছে মেয়েশিশুকে লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে অভিভাকদের নির্লিপ্ততা এবং অবহেলা। এরপরও যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় তাদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব হয় ছেলেদের তুলনায় অনেক কম মেয়েরই। এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীসংখ্যা কম হলেও ছাত্রী উপস্থিতি বেশী বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়। এসব সমীক্ষায় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১। গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ততা।
২। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।
৩। যথেষ্ট শিক্ষিকা ও পর্যাপ্ত বসার জায়গার অভাব।
৪। দূরের স্কুলে যাতায়াতের সুবিধার অভাব।
৫। স্কুলে পানি ও শৌচাগারের অভাব।
৬। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া।
৭। স্কুলের পরিবেশ উপযোগী নয় ইত্যাদি।

আর এক হিসাবে দেখা যায় প্রাথমিক স্কুলে গমন উপযোগী মেয়েদের মধ্যে ৪৯.৯১% স্কুলে যায় অথচ এর ঠিক উচ্চস্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় মাত্র ১০% মেয়ে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের হার দাঁড়ায় মাত্র ২%। উপরের দিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের হার ক্রমে হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ অল্প বয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া। এখনও এদেশের প্রাথমিক স্কুল পেরোবার পর ৭% মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।

এসকল প্রতিবন্ধকতা আর সমস্যা দূরীকরণের প্রয়াস যে চলছে না তা নয়। এর পাশাপাশি শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিতকরণের জন্য নানা ব্যবস্থাও গৃহীত হচ্ছে। (ক) গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিককরণ। (খ) একমাত্র সন্তান কন্যা হলে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিককরণ। (গ) মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তির প্রবর্তন মেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া জাগাতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৯১-৯৬-এ ক্ষমতায় থাকাকালে খালেদা জিয়ার সরকারী নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু দেশে নয় বহির্বিশ্বেও এসকল কর্মসূচী প্রশংসিত হয়েছে ও হচ্ছে।

আগামী ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৯৪ জন মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র উপরের গৃহীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। উল্লিখিত সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাগুলিও দূর করতে হবে। সেইসাথে ইসলামে নারী শিক্ষার প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, শিক্ষা লাভ যে একটি ইবাদত এবং নারীর প্রতিও তা পুরুষের মত ফরয এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নবী করীম (সঃ) এর সময়ে শিক্ষালাভের প্রতি পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেন। সকল সময় পুরুষ সাহাবীরা হুজুর (সঃ)কে ঘিরে থাকায় মহিলা সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এজন্য তারা মহানবী (সঃ)-এর নিকট পৃথক সময়ে তাদের শিক্ষাদানের আবেদন জানান। মহানবী (সঃ) মহিলা সাহাবীদের শিক্ষালাভের প্রতি এমন আগ্রহ লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন এবং একটা পৃথক সময়ে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মুসলমান নারীদের এভাবেই জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে। নিজে শিক্ষালাভের সাথে সাথে নিজ কন্যা-জায়াকেও শিক্ষালাভে উৎসাহিত করতে হবে। একটি সুন্দর সমাজ, সমৃদ্ধ দেশ আর উন্নতি জাতি গঠনে শতকরা ১০০ ভাগ নারীকে শিক্ষিত করে তোলার কোন বিকল্প নেই। ❑